ভোরের কাগজ

তারিখ ... JAN 24 2000
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

## ২০০০ সালের এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন পাল্টানো প্রসঙ্গে

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০০০ সালের ২ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন পাল্টানোর মাধ্যমে পরীক্ষায় দুর্নীতি দমন করে মেধা যাচাইয়ের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে। যেকোনো পাবলিক পরীক্ষার দুর্নীতি দমন করে প্রকৃত মেধা যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রকৃত মেধাবী ছাত্রদের আত্মপ্রকাশ ঘটুক এই আশা সকল দেশপ্রেমিক নাগরিকের কাম্য। প্রকৃত অর্থে এটি সরকারের আন্তরিক মহৎ উদ্দেশ্যের বহিঃপ্রকাশ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ২০০০ সালের এসএসসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার সময় বাকি আছে মাত্র ছয় সপ্তাহ। তাই অতি অল্প সময়ে সরকারের এই হঠাৎ নেওয়া সিদ্ধান্তটি সঠিক ও সময়োপযোগী নয় বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ দেশে ছয়টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ডের অধীনে প্রায় ৭ লাখ ছাত্রছাত্রী গত ২ বছর পর্যন্ত পূর্বের বছরগুলোর প্রশ্নপত্র অনুকরণের মাধ্যমে পড়াশোনা করে আসছে। এর মধ্যে হঠাৎ প্রশ্নের ধরন পাল্টানোর সিদ্ধান্তটি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অতিরিক্ত মানসিক চাপ ও হতাশার সৃষ্টি করেছে। কারণ প্রশ্নের ভিন্নতা এই অল্প সময়ে সব ছাত্রছাত্রীর বুঝে ওঠা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। ফলে লাখ লাখ ছেলেমেয়ে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

দেশের স্কুলগুলো ইতিপূর্বে নির্বাচনী পরীক্ষাগুলো পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় সম্পন্ন করেছে। প্রশ্নের ধরন পাল্টানোর এই ব্যবস্থাটা যদি শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা বছরের শুরুতে গ্রহণ করে তা দেশের সকল স্কুলগুলোতে প্রেরণ করতো তাহলে ছাত্রছাত্রীরা প্রশ্নের ধরন পাল্টানো সম্পর্কে ধারণা নিয়ে পরীক্ষা দিতে পারতো। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় বড়ো দেরি করে ফেলেছে।

তাই কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাই, পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবারের মতো পুরোনো পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করে অভিভাবক ও পরীক্ষার্থীদের দুশ্চিন্তামুক্ত করুন।

অভিভাবকদের পক্ষে
জামাল আহমদ ভূইঞা
দিলসাদপুর, রাধাপুর
লক্ষ্মীপুর।